গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার জুলাই, ২০২৩ এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	১৬ জুলাই ২০২৩
সভার সময়	বিকাল ০২.৪০ মিনিট
স্থান	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	"পরিশিষ্ট-ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য তিনি যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)-কে অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) আলোচ্যসূচি মোতাবেক নিম্নরূপে বিষয়বস্তুসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

১) জুন, ২০২৩ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন :

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
সভায় জুন, ২০২৩ এর সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনানো হয়। কোনরূপ সংশোধনী নেই।	সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হলো।	---

২। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৯টি নির্দেশনা রয়েছে। এর মধ্যে ৬টি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত, ২টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। অপর একটি বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে।

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত

<table>
<tr>
<td rowspan="3">নির্দেশনা-১</td>
<td>(ক) আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, নির্দেশনাটির আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত আছে। বিবেচ্য মাসে তার গৃহীত কার্যক্রমের নিম্নরূপ তথ্যাবলী উপস্থাপন করেন :

অভিযানের তথ্য :

১) জুন ২০২৩-এ ৮ হাজার ৩৭৮টি অভিযান পরিচালনা করে ২ হাজার ৩৬৩ জন আসামির বিরুদ্ধে ২ হাজার ২০৯টি মামলা দায়ের করা হয়।

অভিযানের তথ্য :
<table>
<tr><td rowspan="2">মাসের নাম</td><td colspan="2">অভিযান সংখ্যা</td><td rowspan="2">আসামির সংখ্যা</td></tr>
<tr><td>ডিএনসি একক</td><td>অন্যান্য সংস্থা</td></tr>
<tr><td>জুন</td><td>৮৩৭৮</td><td>২৩৫</td><td>২৩৯৫</td></tr>
<tr><td>মে</td><td>৮৮২৯</td><td>০</td><td>২৩৯৮</td></tr>
<tr><td>এপ্রিল</td><td>৮২৫২</td><td>০</td><td>২২৪৮</td></tr>
</table>
</td>
<td rowspan="3">(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী আন্তঃসংস্থা অর্থাৎ সকল সংস্থার সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং অভিযান পরিচালনার বিস্তারিত তথ্যাদি প্রত্যেক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে।

(২) মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করতে হবে।

(৩) মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন সম্পন্ন করে দ্রুত পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।</td>
</tr>
<tr>
<td>(খ)মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।</td>
<td>২) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি “সমন্বিত এ্যাকশন প্লান” প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের সকল বিভাগ, জেলা ও ৪৭২টি উপজেলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিটি বিভাগে গড়ে প্রায় ৪০০ জন করে ৮টি বিভাগে ৩২০০ জন, প্রতিটি জেলায় গড়ে প্রায় ২০০ জন করে ৬৪টি জেলায় ১২,৮০০ জন এবং প্রতিটি উপজেলায় গড়ে প্রায় ১৫০ জন করে ৪৭২টি উপজেলায় ৭০,৮০০ জন লোককে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ৭০,৮০০ জনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে লক্ষ লক্ষ লোক এ সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন।</td>
</tr>
<tr>
<td>(গ)মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে “Modernization of DNC” প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

(তারিখ : ২১.০১.২০১৯, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ)</td>
<td>৩) মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি প্রকল্পের বিষয়ে বুয়েট থেকে ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে। ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td rowspan="5">নির্দেশনা-২</td>
<td rowspan="5">মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করা ও পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে।

(২০.০১.২০১৯, সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)</td>
<td>১) “কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম শেষ করা হবে।</td>
<td rowspan="5">(১) কাজের যথাযথ গুণগত মান নিশ্চিত করে “কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে হবে।

(২)৬টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

(৩) প্রতিটি জেলা শহরে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলাকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে একাধিক ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শুরু করতে হবে।

(৪)বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।</td>
</tr>
<tr>
<td>২) ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পে পূর্বে ৫ একর জমির সংস্থান ছিল। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পে ১০ একর জমির সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগ থেকে ১০ একর জমি পাওয়া গিয়েছে এবং জমির ডিজিটাল সার্ভে বিবেচনায় নিয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত হয়েছে। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের নিরাময় কেন্দ্রের জন্য টেকনাফে প্রস্তাবিত জায়গার পরিবেশ অধিদপ্তরের আপত্তি থাকায় চট্টগ্রাম বিভাগের নিরাময় কেন্দ্র বাদ দিয়ে বাকি ৬টি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে।</td>
</tr>
<tr>
<td>৩) ৬টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণের কাজ দ্রুততার সাথে চলছে। বিভাগীয় পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ শেষ হলে পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়ে নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।</td>
</tr>
<tr>
<td>৪) জুন, ২০২৩ এ বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শনের বিবরণ :
<table><tr><th>বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সংখ্যা</th><th>বিবেচ্য মাসে পরিদর্শনকৃত কেন্দ্রে সংখ্যা</th><th>মন্তব্য</th></tr><tr><td>৩৫৯</td><td>৮৬</td><td></td></tr></table></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</table>

নির্দেশনা-৩	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।** **(তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়):**	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের লক্ষ্যে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও ফিনিশ সিডিউল চূড়ান্ত করা হয়েছে। উক্ত মাস্টারপ্ল্যান মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ১৫ মে ২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।	১) দ্রুত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও ফিনিশ সিডিউল চূড়ান্তপূর্বক প্রতিস্বাক্ষর করানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**
নির্দেশনা-৪	**সোনাপাচার/মাদক/অস্ত্র/শিশু ও মানবপাচারের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। (০৭.০৫.২০১৫, স্থান : রমনা, ঢাকা)**	১) জুন, ২০২৩ এ সারাদেশে সিসাবারের কার্যক্রম সম্পর্কে সরেজমিন তদন্ত করে দেখা যায়, ২টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং ৬টি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে চালু রয়েছে। মাঝে মাঝে চালু প্রতিষ্ঠান-৫টি। **বন্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ :** (ঢাকা রিজেন্সী, বেস্ট হোল্ডিং লিঃ) মোট ২টি। **বর্তমানে চালু প্রতিষ্ঠান :** হেইজ, মনতানা লাউঞ্জ, থার্টি টু ডিগ্রি, আল জেসিনু, ওজং এবং এ.আর রেস্টুরেন্ট মোট ৬টি। **মাঝে মাঝে চালু প্রতিষ্ঠান :** জাজ রিলোডেড লাউঞ্চ, এরাবিয়ান হোম রেস্টুরেন্ট, আরগিলা, দি নিউ ঢাকা ক্যাফে এবং কিউডিএস মোট ৫টি।	সিসাবারসমূহে মাদকের বেআইনি ব্যবহার ও বিপণনের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**

নির্দেশনা-৫	**এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদকদ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনতে হবে।** **(০৭.০৫.২০১৫, রমনা, ঢাকা)**	১) এ প্রসঙ্গে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সকল অতিরিক্ত পরিচালকগণকে ০৮ মে ২০২৩ তারিখে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	১)\এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের আলাদা তালিকা প্রস্তুত করে তা নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী মাস হতে নিয়মিত সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**
নির্দেশনা-৬	**ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (০৭.০৫.২০১৫, রমনা, ঢাকা)**	১) ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও মিয়ানমারের সেন্ট্রাল কমিটি ফর ড্রাগ অ্যাবিউজ কন্ট্রোল এর মধ্যে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ৫ম দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য পাচার ও অনুপ্রবেশ বন্ধ করার লক্ষ্যে আলোচনা হয়েছে। ডিসি-ডিএম বৈঠকের অনুরূপ সীমান্তবর্তী এলাকায় জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়েও মাদক ও চোরাচালান বিরোধী আন্তঃসীমান্ত বৈঠক আয়োজন অব্যাহত রয়েছে।	১)ডিসি-ডিএম বৈঠকের অনুরুপ সীমান্তবর্তী এলাকায় জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী আন্তঃসীমান্ত বৈঠক আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**

৩। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : সভাকে জানানো হয় যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ১৬টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আছে। ৯টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত। ৪টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আংশিক বাস্তবায়িত।

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত

নির্দেশনা-১	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।** **(তারিখ-২০.০১.২০১৯; সম্মেলনকক্ষ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	ডিজি ফায়ার সার্ভিস সভাকে জানান, ডিপিপি পুনর্গঠন করে ৩০ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদানুযায়ী সংগৃহীতব্য অ্যাম্বুলেন্স এর অর্থনৈতিক কোড জানানোর জন্য এ বিভাগ হতে ০১ জুন ২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১)গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্ত করে পিইসি সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-২	**গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে।** **প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে।** **প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই সেটি চালু করা যায়।** **(তারিখ-২০.০১.২০১৯), স্থান-সম্মেলনকক্ষ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	১) দেশের উত্তারাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ অধিদপ্তরে চলমান রয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠন করে জুলাই, ২০২৩ তারিখের মধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে। আগস্ট, ২০২৩ এর মধ্যে ডিপিপি সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। ২) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানাসদর/স্থানে ৫৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ চলমান রয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠন করে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরেপ্রেরণ করা হবে। আগস্ট, ২০২৩ এর মধ্যে ডিপিপি সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। ৩) প্রকল্পের ফিজিবিলিটি রিপোর্টসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৫ মার্চ ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগে ০৬ জুন ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের প্রকল্প যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। ৪) এ প্রকল্পের যাচাই-বাছাই কমিটির সভা ২৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ৩১ মে ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) দেশের উত্তর অঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প-এর ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ২) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৩) ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৪) ১৫৬ প্রকল্প ও ২৫ প্রকল্প থেকে বাদ পড়া ২০টি এবং নতুন অন্তর্ভুক্ত ৯টিসহ সর্বমোট ৩১টি ফায়ার স্টেশন-এর জন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৩	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে** **(তারিখ ২০.০১.২০১৯):স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	০৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তর হতে ৩০ আগস্ট ২০২২ তারিখে প্রকল্পের মাষ্টার প্ল্যান এ বিভাগ ও স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৪ জুন ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের কিছু পর্যবেক্ষণসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে আগস্ট, ২০২৩ মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	১) এ প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত চূড়ান্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৪	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে** **(তারিখ ২০.০১.২০১৯): স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের নিমিত্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগের বিবেচনাধীন প্রস্তাবটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের অগ্নি অনুবিভাগের উদ্যোগে একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। চলতি মাসের শেষ নাগাদ পর্যালোচনা সভার পর প্রস্তাব চূড়ান্তকরণের উদ্যোগ নেয়া হবে।	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান জেলা পর্যায়ের পদসমূহ আপগ্রেড করার লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ সংক্রান্ত অবশিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৫	**(ক) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে;** **(খ) যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে** **(তারিখ-২০.০১.২৯ স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়):**	২) ১০টি স্পেশালাইজড ইউনিট (FARSOW) গঠনের ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ডিপিপি সম্পন্ন করে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে। আগস্ট, ২০২৩ এর মধ্যে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করে এ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	১)দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন চূড়ান্ত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৬	**নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।** **(তারিখ-১৩.০৩.২০1৪) স্থান: রমনা, ঢাকা:**	১) প্রস্তাবিত "মর্ডানাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে ৩১ মে ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ডিপিপিতে ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো সংযুক্তপূর্বক সংশোধিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য ১৩ জুলাই ২০২৩ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়।	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এমন প্রকল্পসমুহের ডিপিপি দ্রুত প্রণয়নপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৭	**বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ** **(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫) স্থান : রমনা, ঢাকা:**	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা বাংলাদেশ জুন, ২০১৫-কে ভিত্তি বিবেচনা করে প্রস্তুতকৃত ম্যাপিং ও অগ্রগণ্যতার তালিকা প্রস্তুত করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে ৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে ৩১টি জেলায় ১২৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাব অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা শাখা-৫- হতে ২৩ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে সরকারের ব্যয় সংকোচন/কৃচ্ছতা সাধন নীতি অনুসরণের প্রেক্ষাপটে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। পরবর্তীতে ০৮ মে ২০২৩ তারিখে ১২৪টি ডুবুরি পদ সৃজনের প্রস্তাব পুনরায় এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে এ বিভাগ হতে অর্থ বিভাগে দুইবার প্রস্তাব প্রেরণ করা হলেও অর্থ বিভাগ কর্তৃক উক্ত পদসমূহ সৃজনে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্পের অধীনে ডুবুরি ও সহায়ক পদসহ মোট ১৩৪টি পদ সৃজনের পৃথক প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি এ বিভাগ হতে ১৫ মে ২০২৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। যা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে।	১) ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণের বেলায় কোন কোন জেলায় জরুরিভিত্তিতে ডুবুরি প্রয়োজন সে সকল দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকার ম্যাপিং মোতাবেক অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতপূর্বক পুনরায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডুবুরি পদ সৃজনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

প্রতিশ্রুতি-১	**সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, তাড়াশ ও কামারখন্দ উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। (তারিখ-০৯.০৪.২০১১) স্থান:সিরাজগঞ্জ সদর)**	২) চৌহালী উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পটি প্রস্তাবিত ৫৯টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হলে সুরক্ষা সেবা বিভাগে ২৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের প্রকল্প যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ৩১ মে ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) খাজা ইউনুস আলী মেডিক্যাল কলেজের দানকৃত জমির পাশে ০.৪১ একর জমির অধিগ্রহণ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল২ ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-2	**কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করতে হবে।** **(তারিখ-০৬.০৩.২০১০; স্থান কুড়িগ্রাম)**	ভূরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশনটি প্রস্তাবিত ৫৯টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হলে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রকল্পের প্রকল্প যাচাই-বাছাই সভা ২৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ৩১ মে ২০২৩ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত নিরসন করে অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সাথে নিয়মিত দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২) ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

৪। কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : কারা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভাকে জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ১৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট ৯টি প্রতিশ্রতি/নির্দেশনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান।

ক্রম	নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত

নির্দেশনা-১	**কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।** **(তারিখ-২০.০১.২০১৯-স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	১) কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। শীঘ্রই প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন/স্থাপনা বুঝে নেয়া হবে। ২) জামালপুর, কুমিল্লা ও নরসিংদী কারাগারের নির্মাণকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জামালপুর কারাগারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০%, কুমিল্লা ২৮%, নরসিংদী ৬১%, ময়মনসিংহ ৪৫% এবং খুলনা ৮৮%। ৩)বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির লক্ষ্যে কারা অধিদপ্তরের প্রস্তাব প্রাপ্তির পর যাচাইঅন্তে ৮ জনের মুক্তির সুপারিশ করে ২৮ মার্চ ২০২২ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। আইন ও বিচার বিভাগ হতে ০১ মার্চ ২০২৩ তারিখে এ সংক্রান্ত মতামত পাওয়া যায়। উক্ত মতামতের আলোকে ৬ জনের মুক্তির বিষয়ে সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর ০৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ১২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ ০১ জনের মুক্তির সুপারিশ করে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে ১ জনের মুক্তি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।	১) জামালপুর, কুমিল্লা, নরসিংদী, ময়মনসিংহ এবং খুলনা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প-এর বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। প্রকল্পসমূহের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২) কারা অধিদপ্তর থেকে অচল, অক্ষম, দীর্ঘদিন যাবৎ জটিল এবং গুরুতর দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত বন্দিদের মুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-২	**কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।** **(তারিখ: ২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	অ্যাম্বুলেন্সের কারিগরি বিনির্দেশ চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং ডিপিপি সংশোধন করে ১০ মে ২০২৩ তারিখ এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে কারাগারে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা সম্ভব হবে।	১) কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স-এর সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ডিপিপি চূড়ান্ত করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়/সংগ্রহ দুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৩	**কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।** **(তারিখ: ২০.০১.২০১৯-স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**	১) কারা মহাপরিদর্শক সভায় জানান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের চাহিদামালা চূড়ান্তকরণের জন্য ০৯ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত এবং ২৩ মে ২০২৩ তারিখে একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একজন কারা উপমহাপরিদর্শকের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটিকে জনবলের খসড়া প্রস্তাব প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কমিটি ইতোমধ্যে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। শীঘ্রই পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	১)পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৪	**কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।** **(তারিখ : ২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**	১) বর্তমানে ১৩৮ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারা হাসপাতালে কর্মরত রয়েছেন। চিকিৎসকের অবশিষ্ট শূন্যপদ পূরণের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ৩০ মে ২০২৩ তারিখে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে।	১) কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠন বিষয়ক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৫	**বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।** **(তারিখ: ০৭.০৫.২০১৫ স্থান: রমনা ঢাকা)**	১) ২৩৭৩টি মামলায় বর্তমানে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দির সংখ্যা ২৩৩৮ জন (৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত)। সংশ্লিষ্ট দপ্তর/বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। ২) মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনে ২২১ জন বন্দির অনিষ্পন্ন মামলার মধ্যে কোন মামলা কত বছরের পুরানো তার পরিসংখ্যান প্রতিমাসে এ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে। চলমান মামলাসমূহের মধ্যে চলতি বছরের জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে হাইকোর্ট বিভাগে ২৯টি এবং আপিল বিভাগে ১০টি মামলার নিস্পত্তি করা হয়েছে।	১) উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে এ বিভাগ হতে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২) উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহের মধ্যে চলতি বছরে কতটি আপিল মামলা ছিল এবং কতটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে তা তালিকা করে এ বিভাগে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৬	**কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে । বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন, ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ।** **(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা)।**	১) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স এর নকশা গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে। ২৯ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ২য় সভায় উক্ত নকশা অনুমোদিত হয়েছে। ২) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের অবশিষ্ট উন্নয়ন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২৯ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	১) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স-এর নকশার ভেটিং- এর পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ২)পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার প্রকল্প বাস্তবায়নে অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৭	**কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।** **(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫; স্থান রমনা, ঢাকা)**	১) সকল মৌলিক প্রশিক্ষণ কারিকুলামে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে কর্মরত ৮,৩২৭ জন কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষীর মধ্যে ৪,৮৩৫ জনকে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪ সালের মধ্যে অবশিষ্ট ৩,৪৯৩ জন কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষীকে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	১)কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

প্রতিশ্রুতি-১	**সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।** **(তারিখ-১০.০৪.২০১৬; স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	এ সংক্রান্ত প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ৩০ মার্চ ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে ০৪ জুন ২০২৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	১)এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে প্রস্তাবিত জনবলের পদ সৃজন এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইভুক্তকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-২	**কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে।** **(তারিখ-১০.০৪.২০১৬ স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের চাহিদামালা চূড়ান্তকরণের জন্য ০৪ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং হাসপাতালের জনবল চূড়ান্তকরণের জন্য ২৩ মে ২০২৩ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেকজনবলের খসড়া প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য একজন কারা উপ-মহাপরিদর্শকের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	২০০-২৫০ শয্যার কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-৩	**কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে** **(তারিখ-১০.০৪.২০১৬; স্থানঃ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	১) কারাগারকে সংশোধনাগারে রুপান্তর করার লক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর ও জিআইজেড এর যৌথ উদ্যোগে ২৫ জুন ২০২৩ তারিখে ‘Transforming Prisons into a Correctional Institute’ শীর্ষক কর্মশালা সারাহ রিসোর্ট, রাজাবাড়ী, রাজেন্দ্রপুর, শ্রীপুর, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।	কারাগারকে সংশোধনাগারে রূপান্তর করার লক্ষ্যে একটি ধারণা পত্র (কনসেপ্ট পেপার) আগামী মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

প্রতিশ্রুতি-৪	**বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে** **(তারিখ-১০.০৪.২০১৬ স্থান-কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	কারা মহাপরিদর্শক বলেন, কারাগারে আটক ২৯ হাজার ৪২৫ জন বন্দিকে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ প্রশিক্ষণের আওতায় দেশের সকল কারাগারকে আনয়নের পরিকল্পনা রয়েছে।	কারাগারে আটক বন্দিদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-৫	**কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণ করা হবে।** **(তারিখ-১০.০৪.২০১৬;স্থানঃ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	১)কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণের লক্ষ্যে দুইটি (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের জন্য ১টি এবং খুলনা, বরিশাল, সিলেট বিভাগের জন্য-১টি) পৃথক ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-৬	**কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**	ইউনিফর্মড ১০ স্তরের ১৬ ক্যাটাগরি পদ এবং নন-ইউনিফর্মড ৭ স্তরের ১২ ক্যাটাগরি পদের বেতন গ্রেড উন্নীত করার সংশোধিত প্রস্তাব পুনঃবিবেচনা করার জন্য সর্বশেষ ১৮ মে ২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। ২) কারা মহাপরিদর্শক পদের পদমর্যাদা ও বেতন গ্রেড ২ থেকে ১ এ উন্নীতকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কারা অধিদপ্তর হতে সর্বশেষ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে এ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।	কারা অধিদপ্তর হতে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন গ্রেড ও পদমর্যাদা উন্নীতকরণের প্রস্তাব পর্যালোচনা করে দ্রুত পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

৫। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : সভাকে জানানো হয়, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৭টি নির্দেশনা আছে। ৫টি বাস্তবায়িত হয়েছে, ১টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অপর একটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্রম	**নির্দেশনা**	**আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**

নির্দেশনা-১	**(ক) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে।** **(খ) ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।** **(গ) ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে।** **(তারিখ: ২০.০১.২০১৯-স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	১) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণের জন্য শেরে বাংলা নগরস্থ প্রশাসনিক এলাকার প্লট নম্বর এফ-১৪/বি এর ০.১৬৫ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করে এবং ১১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। প্রধান কার্যালয় নির্মাণের জন্য জায়গাটি অপ্রতুল হওয়ায় পার্শ্ববর্তী প্লট নং এফ-১৪/বি এর পার্শ্ববর্তী এফ ১৪/এ/১ নম্বর প্লটের ১০ কাঠা জমি বরাদ্দের জন্য আবেদন করা হয়। ইতোমধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ আগারগাঁও বিভাগীয় অফিসের ডেলিভারি সেন্টার ঐ স্থানে স্থানান্তরের নির্দেশনা প্রদান করেছে। সে লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত ১০ কাঠা জমির বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, যে বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা দুভাগ হয়ে ঢাকা পশ্চিম ও ঢাকা পূর্ব আরও দুটি অফিস চালু হয়েছে। তাছাড়া বিভাগীয় অফিস আগারগাঁও, ঢাকা এবং প্রধান কার্যালয়ের মধ্যবর্তী স্থানে খালি জায়গায় দুতলা বিশিষ্ট অপেক্ষাগার নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ বিষয়ে আর্কিটেকচারাল ডিজাইন প্রণীত হয়েছে। গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক খরচের হিসাব প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ কাজের জন্য মহাপরিচালক এর আর্থিক ক্ষমতাবলে প্রশাসনিক অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।	(১) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণসহ এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২)বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; (৩) ই-টিপি ও ই-ভিসা সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
		২) বিদেশস্থ ৮০টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ২৫টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।	
		৩) ই-টিপি রাজস্বখাত হতে বাস্তবায়নের জন্য DG Infotech Ltd এর সাথে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। ই-টিপি ডিজাইন সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক ১৩ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী চূড়ান্ত নমুনা কপি সরবরাহের জন্য DG Infotech Ltd-কে পত্র দেওয়া হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের মধ্যে e-visa বাস্তবায়নে ১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২১ নভেম্বর ২০২২ তারিখের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ই-ভিসা বাস্তবায়নে SITA কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবের উপর কারগরি কমিটি ২৪ মে ২০২৩ তারিখ প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এছাড়া e-visa কার্যক্রম বাস্তবায়নে ২৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক এ বিভাগে, প্রেরণ করা হয়েছে।	

নির্দেশনা-২	**বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।** **(তারিখ-২০.০১.২০১৯; স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রাক্কলন চূড়ান্ত করে ১২০দিন অর্থাৎ ০৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সময় দিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে পত্র পাওয়া গিয়েছে।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়নে সকলকে আরও আন্তরিকতা, মেধা ও দক্ষতার সাথে কাজ করার অনুরোধ জানান। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০১৪.৩৪.০০২.২২.২৩০

তারিখ: ১২ শ্রাবণ ১৪৩০
২৭ জুলাই ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব